ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার; আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলী করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে: প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্ণমেণ্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল,- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলী চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ

করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। জয় বাংলা।

The historical 7th March speech by: FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN *(From the Department of Films and Publications- Government of the People's Republic of Bangladesh)*

Brothers of mine;

Today I appear before you with a heavy heart. You know and understand everything. We tried with our lives. But the painful matter is that now the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are stained with the bloods of my brothers.

Now the people of Bengal want freedom. The people of Bengal want to live. The people of Bengal want to have their rights. What wrong did we commit?

The people of Bangladesh cast their vote overwhelmingly for me, for Awami League. Our National Assembly will sit. We will draw up the Constitution there. And we will build this country. The people of this country will have economic, political and cultural freedom. But it's a matter of great sorrow that today I have to tell painfully the pitiful history of the last twenty three years. The bloody history of Bengalis tortured in Bengal itself. The history of the last twenty- three years is the history of the wailing of dying men and women. The history of Bengal is the history of the staining of streets with the blood of the People of this country.

We gave blood in 1952. After winning the election in 1954, we couldn't even form the government. Proclaiming martial law in 1958, Ayub Khan made us slaves for ten years. During the 'Six Point Movement', my children were gunned down on 7th June 1966. After; the fall of Ayub Khan brought about the 'Mass Movement' of 1969 where Yahya Khan usurped power. He said he would give constitution and democracy to the nation. We Agreed. Thereafter the rest is history. There was an election. You know the fault was not ours. Today I met President Yahya Khan and discussed everything with him. Being the leader of not only of Bengal but of the majority party of Pakistan, I requested him to convene the National Assembly of 15th February.

He didn't agree with me, rather he yielded to Mr. Bhutto's demand to hold the assembly in the first week of March. We said that was alright. We would sit in the Assembly. I went even to the extent of saying that if anybody, even a lone person proposed something reasonable, we, although the majority will accept the proposal. Mr. Bhutto came here. He conferred with us and said that the door for discussion was not closed. There would be more discussions. Then we talked with other leaders and said 'please come and sit together; let's prepare the Constitution through discussion'. Mr. Bhutto said that if the members of West Pakistan came here, the Assembly would turn into a slaughter house. He said whoever would come would be killed. If they came to the Assembly, then from Peshawar to Karachi, all shops will be closed down by force. I said that Assembly would continue, then all of a sudden, the Assembly was closed on 1st March. As President, Mr. Yahya Khan had summoned the Assembly. I said that I would attend. Mr. Bhutto said that he won't. Thirty- five members from West Pakistan came here. Then all of a sudden, the Assembly was closed. The people of Bengal were blamed; I was blamed too. Because of the closure, the people of this country burst into protest. I told them to observe 'hartal' (strike) in a peaceful manner I told them to close down all mills and factories. The people responded. The people spontaneously came out on the streets. They firmly pledged to continue their resistance in a peaceful manner.

What did we get? The weapons we bought at the expense of our money to protect the country from the invasion of foreign enemies, are now being used against the poor and unarmed people of our country; they are being shot down. We are the majority of the people of Pakistan. Whenever we Bengalis tried to gain power; tried to rule this country as our own, they assaulted. They are our brother; I asked them 'Why must you shoot your brother? You were deployed to protect this country from the attack of foreign enemies'. Mr. Yahya said that I had agreed that there would be a Round Table Conference (RTC) on 10th March. I said no such thing to him. I had a talk with him over the telephone. I told him 'General Yahya Khan, you are President of Pakistan. Come to Dhaka and see the how my poor people, my people of Bengal are being shot down. How the bosom of our mothers are being emptied of their sons. How my people are being killed. You come, see and do justice and then finalize. That's exactly what I told him.

I told him long ago, RTC for what? Who do we sit with? With them… who spilled the blood of my people?

Without any consultation, with me or any discussion with us, suddenly after 5 hours of secret meeting, Yahya Khan delivered his speech, in which he dumped all the blame squarely on me, squarely on the people of Bengal. (The crowds say shame, shame). I have said in the meeting, the struggle this time is our struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for our independence.

Brothers of mine. The Assembly has summoned on the 25th March. The marks of bloods have not yet dried.I had clearly said on 10th March that Mujib Raman can't joint RTC, treading the bloods of martyrs. They have called the Assembly. They have got to accept my demands: First, martial law must be withdrawn;

All army personnel must go back to the barracks; There has to be an inquiry into the way the killings were carried outland the power has to be handed over to the people's representatives. Only then, we will consider whether we can sit in the Assembly or not. Before that we can't sit in the Assembly. The people have not given me that right.

Brothers of mine

Do you have faith in me? (The crowds says yes yes)I don't want Prime Ministership. We want to establish the right of the people of this country. I want to say in clear terms that from now on all courts, magistrates, offices and educational institutions in Bangladesh will remain closed sine die.

To ensure that no suffering is inflicted on the poor people, to ensure that my people do not suffer, from tomorrow the following things will be put out of range of the 'hartal'. Rickshaws and hackney carriages will work; railway trains and launches will run. But the Secretariat, Supreme Court, High Court, Judge's Court and semi-government offices like WAPDA (Pakistan Water Development Authority) will not function. All employees will draw their salaries on the 28th of the month. If salaries are not paid; if one more shot is fired and if my people are killed again then my request to you is; build a fortress in each and every home. Face the enemy with whatever you have. In case I can't give you any further order, I tell you; close all roads and highway indefinitely.

We will starve them to death. We will make them go without water and choke them to death. You are our brothers. You stay in your barracks; no one will say anything to you. But don't ever try to shoot us. This will do you no good. You can't keep seven crores of people subjugated. Since we have learnt to die, no one can dominate us. We, from Awami League, will try our best to help those who are embracing martyrdom and those who have received injuries. Those who are capable, please extend your monetary support, whatever you can to our relief fund. And every owner of industries will pay salaries to all workers who participated in the 7-day 'hartal'. My instruction to government officials is that you must obey what I say. From now on, tax will not be paid till such time as the freedom of our country is achieved; no one will pay anything. Listen and bear in mind, the enemy has penetrated us in order to create divisions amongst us and to start looting.

Hindus, Muslims, Bengalis and non-Bengalis, all those who live in this Bangla are our brothers. The responsibility of protecting them is on you. Ensure that our reputation is not smeared in any way. The employees of the Radio and Television; please bear in mind that if our words are not broadcasted by the radio, then no Bengali shall go to the radio station. If our news is not broadcasted by Television, then no Bengali will go to the Television station. The ban shall remain open for two hours every day so that the people can get their salaries. But from East Bangla, a single paisa will not be allowed to be remitted to West Pakistan. Telephone and Telegraph service will remain operative in our East Bengal. They shall keep on sending our news to foreign news media. But if there is any sinister move to annihilate the people of this country, the Bengalis, you will have to keep very careful watch.

I am requesting you, you are my brothers. Do not make this country a hell and destroy it. Do not make this country a hell and destroy it. We will not see each other's face in the future. If we can solve things in a peaceful manner, we can at least live as brothers. That is why I am requesting you; do not try and run military rule in my country. Secondly, in every village, every locality, every union and every sub-division establish 'Resistant Council' under the leadership of the Awami League. And be ready with whatever you have.

Bear in mind that since we have given blood, we will give more. By the grace of Allah, we will surely liberate the people of this country.

The struggle this time is the struggle for our emancipation. The struggle this time is the struggle for our independence.

'Joy Bangla'

7th March 1971, Ramna Racecourse, Dhaka, Bangladesh